শ্রী শ্রীমতী মহারাজ মাতা সুনীতি দেবী
সুন্দরকমলেষু

অকল্পিতা

জীবনটি তো নয়কো শুধু
ফুলের মত ফোটা,
ফলের সঙ্গে নিত্য তাহার
যুক্ত থাকে বোঁটা।

শ্রীহেমলতা দেবী
প্রণীত

মূল্য আট আনা।

প্রকাশক
শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ গুপ্ত
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

উৎসর্গ

যাঁর অকৃত্রিম স্নেহচ্ছায়ায় এ জীবন সতত রক্ষিত সেই পরম-পূজ্য পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের চরণে একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা

নিরলঙ্কারা নিরাভরণা "অকল্পিতাকে" লোক সমক্ষে বাহির করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতেছি। যাঁহারা ঐহিক সুখসম্পদ-বর্জ্জিত দীনদরিদ্র প্রিয়জনকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া সাদরে গৃহে আহ্বান করেন একমাত্র তাঁহাদেরই স্নেহদৃষ্টির ভরসা।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্বশুর মহাশয় গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়াছেন।

সূচনা

মেনেছে হে হার কল্পনা,
জেনেছে হে তুমি অল্প না।
লোক লোকান্তে তোমারে আন্‌তে
গিঁয়েছিল ছুটে,—
মিল্‌ল না।
কল্পনা-প্রাণ হয়ে শত খান
পড়ি গেল টুটে,—
চিন্‌ল না
তুমি সে কেমন।
তোমারে হে মন
জিন্‌ল না।

"অকল্পিতার" কল্পনা,
শুধুই কথার আল্‌পনা,
ধুয়ে মুছে দিও, থাকে যদি নিও
গুণী জনে, কিছু
গুণপনা,
যদি কোন ফাঁকে দিয়ে সে গো থাকে
অভাবের পিছু
ভাব-কণা,
সার্থক তার
ভাবনার ভার,
সান্ত্বনা।

সূচী

কবি ও যোগী

কবি ভালবাসে ছবি যোগী বাসে যোগ,
কবিতে যোগীতে কভু এক নহে ভোগ।
কবি চাহে আপনারে বাজাইতে ছন্দে,
যোগী চাহে মিলাইতে "একের" আনন্দে।
কবি দেখে তালে তালে বাজে বিশ্ব সুর,
যোগী দেখে সবই "একে" আছে ভরপুর।
কবি চাহে রূপ মাঝে হইবারে লয়,
রূপের অভাবে তার প্রাণ নাহি রয়।
যোগী চাহে সর্ব্বরূপ করিয়া মন্থন,
উঠে যে অমর সত্য আত্মা মহাধন,
তারি মাঝে আপনারে করিতে বিলীন;
কবিতে যোগীতে এই ভেদ চিরদিন।

অকল্পিতা

একদিন যোগী সনে পে'ল কবি দেখা,
ললাটে দেখিল তার যোগানন্দ লেখা,
বলিল হে যোগী তুমি পাও কোন্ রস
চিত্ত যাহে নিত্য তব হয় হেন বশ ?
যোগী কন, তারে আমি কহিতে না জানি
রূপারূপ যোগে সেথা নাহি ফুরে বাণী।
শুনিয়া কবির চিত্তে ভাতিল যে ছবি
কবি হ'ল যোগী, তাহে যোগী হল কবি।

পূজা

ভরি লয়ে সাজি বাহিরিনু আজি
পূজিবারে দেবতায়
শূন্য আকাশে দেবতা সকাশে
হের হের পূজা যায়।
হৃদয় কালিমা শূন্য নীলিমা
মাখিল আপন অঙ্গে
ঢালি দিনু তার চরণে আমার
কালো যাহা ছিল সঙ্গে ;
কালো সনে কালো মিলাইয়া গেল
কালের কালিমা শেষ,
নিরখিল হৃদি সে কাল-জলধি
কালের সে কালো বেশ।
না জানি কেমনে দেবতা গোপনে
ছিল সে কালোর মাঝ,
কালো করি পার আলোকে আমার
পূজা তুলি নিল আজ।

আলোর পথ

হৃদয় আমার কে আজি লইল
আলোকের রথে তুলি
পথের দু'ধারে ছড়ায়ে চলিল
আলোকের রেখাগুলি
লতায় পাতায় চারু সুষমায়
পড়িল কিরণ তার
ঝরিল রুক্ষ পত্র শুষ্ক
বক্ষে যা' ছিল যার
যত যায় রথ উজলিয়া পথ
আলোক পড়ে সে ঝরি
এই পথ দিয়া কে যায় লইয়া
কাহার হৃদয় হরি—
চাহি দেখে লোক এ কার আলোক
ঝরিছে ধরণী গায়,
ধরণীর ধূলি এ যে পথ ভুলি
আলোকে মিলিতে যায়।
হৃদয় আমার হয়ে যাবে লীন
আলোক সথার সাথে,
পথের চিহ্ন পড়িয়া রহিবে
যে লয় তুলিয়া মাথে।

স্বপ্নভঙ্গ

গোপনে যা' ছিল নয়নে ভাসিল
পরিয়া আলোক সাজ
আঁধারের তলে মণি হেন জ্বলে
ভুবনে চেতন রাজ।
এই চেতনায় নিজ ভাবনায়
যে পারে করিতে লয়,
মোহ অন্ধকার কাটি গিয়া তার
ভাসে একাকারময়।
একের আলোকে দ্যুলোকে ভূলোকে
দেখে সে আপন রূপ,
আলোকে আঁধারে হেরে বারে বারে
আপনারে অপরূপ।
ক্রমে যাওয়া আসা আলো হ'য়ে ভাসা
আঁধারে হওয়া সে লীন
এই জ্যোতি-কোষে কে বাজায় ব'সে
আলো আঁধারের বীণ্।
এ যে প্রাণতম আত্মা অনুপম
মানব জীবন সার,
গুপ্ত লোক হ'তে আলোকের পথে
ছড়ায় চেতনা ধার।

হের হে আপন মরম গোপন
চরম পরম ধন
হৃদয় ভেদিয়া উঠে প্রকাশিয়া
ভাঙ্গিয়া মোহ স্বপন।

আলোক ও অন্ধকার

আমার বলিতে এ জগত মাঝে নাহিক কিছুই আর
ডুবায়ে সকলি জাগিছে কেবলি আলোক ও অন্ধকার।
শক্তি বলিয়া যাহা কিছু ছিল সকলি হইল শেষ,
দীপ্তি আমার হরে নিল আজ সেই অজানিত দেশ,
আমাতে আমার নাহি কিছু আর নাহি হেরি চারিধার,
হৃদয়ে বাহিরে দাঁড়ায়েছে ঘিরে আলোক ও অন্ধকার।
দেহখানি মোর ভেবেছিনু আমি বুঝি বা আমারি হবে,
চিরদিন ধরে এ দেহ আমারে আপনায় ঘেরি র'বে।
জননী আমার যাহার উপরে রাখিয়াছি দেহ ভার
সেই ধরণীরে রহিয়াছে ঘিরে আলোক ও অন্ধকার।
কল্পনা ঘোর যাহা ছিল মোর চিত্ত দুয়ারে লাগি
শত পাকে মোরে রেখেছিল ঘিরে আপনায় সে যে ঢাকি
এবে তারি মায়া ছিন্ন করিয়া মুক্ত করিয়া দ্বার
হৃদয়ে বাহিরে দাঁড়ায়েছে ঘিরে আলোক ও অন্ধকার।
চিত্তে আমার নাহি উঠে আর শত তারে ঝঙ্কার
শুধু একই সুরে বাজে ফিরে ফিরে আলোক ও অন্ধকার।

অকল্পিতা

অন্তরতম

আঁধারে হরিয়া লও
চেতনা আমার,
সুপ্তিতে ডুবাও যেথা
গাঢ় অন্ধকার।
কেমনে রাখ হে সেথা
চেতনার শেষ
আবার পরাও যাহে
জাগরণ বেশ!
হৃদয় গভীরে থাক
কেবা তুমি হও,
নিবিড় অন্তর হতে
কি কথাটি কও?
ফুকারিতে নারি এ যে—
পরমাদ গণি,
সুগভীরে সঙ্গোপনে
কেন বংশীধ্বনি?

দেবতা

ওগো মোর—
রাত্রির দেবতা
দিবসে আনিলে তুমি
এ কোন্ বারতা ?
ওগো মোর—
দিবসের স্বামী !
রজনীর অন্ধকারে
কোথা যাও নামি ?
আঁধারে ধরিতে যাই
না পাই কিনারা,
আলোকে পুলকে মরি
হয়ে দিশাহারা।
এবে কোথা লয়ে যাও
মিহিরে তিমিরে
ক্ষিপ্ত মোর চিত্তখানি
ডুবায়ে গভীরে ?
নিখিলে আনিলে আজি
এ কোন্ সীমায় ?
এ যে শুধু গুঞ্জরণ
তোমায় আমায়।

চিরন্তন

ওহে অনাদি কালের প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

ছিনু যবে আমি মাটির উদরে
আলোকে চাহিনি ফিরে,
চরণের রেণু আবরিয়া তনু
রেখেছিল মোরে ঘিরে।

সে আদি যুগের নিগম বারতা
একা তুমি জান প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

অবারিত সুখে জলধির বুকে
ভাসিতেছিনু হে যবে,
শীতল পরশে অঙ্গ আমার
জুড়াইয়া ছিলে তবে।

সে আদি যুগের নিগম বারতা
একা তুমি জান প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

অনল শিখায় বজ্রলিখায়
ছিনু হে যখন আঁকা,
জড়ের চিহ্ন মুছে ছিলে মোর
অঙ্গে যা' ছিল মাখা।

সে আদি যুগের নিগম বারতা
একা তুমি জান প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

যবে বায়ু সনে ভুবনে ভুবনে
ফিরিতেছিলাম আমি,
প্রিয়তম প্রাণ দিলে মোরে দান
চেতনা দাঁড়াল থামি।

সে আদি যুগের নিগম বারতা
একা তুমি জান প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

শূন্য আকাশে প্রকাশের আশে
ছিনু হে যেদিন ভোর
অঙ্গে মাখালে নিবিড় নীলিমা
নয়নে স্বপন ঘোর।

সে আদি যুগের নিগম বারতা
একা তুমি জান প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

এবে জাগে প্রাণ ফুটিয়াছে জ্ঞান
আলোকে মেলেছি আঁখি,
ভয়ে ভয়ে সারা কেমনে তোমার
নয়নে নয়ন রাখি।

অনাদি যুগের হে আদি দেবতা,
এবে জানাইলে প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত ছিলে
আমারে ভোলনি কভু।

দীপাঞ্জলি

জ্বালাইতে জীবনের দীপ,
এসেছিনু হে বিশ্ব-অধীপ,
তোমার প্রদীপ্ত শিখামাঝে,
অচঞ্চল জ্যোতি যার রাজে
সারা বিশ্ব আপনায় ভরি,
দীপখানি তারি মাঝে ধরি।
নিমেষের না সহিল ভর,
দীপখানি জ্বলিল সত্বর,
কিন্তু এবে রেখা কোথা তার
তোমা সনে সে যে একাকার।

পরিণতি

জীবনটি ত নয়কো শুধু
ফুলের মত ফোটা,
ফলের সঙ্গে নিত্য তাহার
যুক্ত থাকে বোঁটা।
গন্ধে তাহার ভুবন ভরে
মুগ্ধ করে প্রাণ,
রসে জীবন সিক্ত করে
তৃপ্তি করে দান।
গন্ধ রসের সমাবেশে
ভুবন ভরা রয়,
কে জানে এই ফুলের ফলের
গোপন পরিচয়।

ভারত-সন্তান

অন্তর মাঝে যত বাঁকা আছে
করেছে যে তারে সোজা,
চিন্তার মাঝে যত আঁকা আছে
ফেলেছে যে তার বোঝা,
শূন্য হইতে পূর্ণ আসিয়া
করেছে যাহাতে বাস,
আগু পাছু আর বাধা নাহি যার
মুক্ত চিত্তাকাশ,
শ্রেয়ের সাধনা, শ্রেয় আরাধনা
জাগিছে যাহার প্রাণে,
উন্মুখ হয়ে ভারত তাকায়ে
রয়েছে তাহার পানে।
সুখ দুখ যারে পরশিতে নারে
ভয়ের নাহিক লেশ,
সারা ধরণীর রাজা হয়ে বীর
ধরে যে ফকির বেশ,
হেলায় তুচ্ছ করে যে রাজ্য,
বীর্য্য যাহার দানে,
উন্মুখ হয়ে ভারত তাকায়ে
রয়েছে তাহার পানে।

কিবা জাতি নাম কোথা তার ধাম
নাহিক তাহাতে কাজ,
হেন সন্তানে আপনার জেনে
বরিবে ভারত আজ।
দেখাবে ভারত, চরম লক্ষ্য
রেখেছে মোক্ষ পানে,
জগৎপূজ্য তাহার কার্য্য
জগৎবাসী তা জানে।

আমার দেশ

এইটি আমার আপন দেশের
আপন কথা ভাই,
মোদের যিনি দেবতা তিনি
থাকেন সর্ব্বঠাঁই।
সবার মাঝে আছেন তিনি
সকল কথাই তাঁর,
এই কথাটি মোদের দেশের
সকল কথার সার।
নাইক নরক নাইক স্বরগ
দেবতা মোদের সব,
তাঁহার বরে একেবারে
পূর্ণ অনুভব।
ঊর্দ্ধে তিনি পূর্ণ আবার
অধোয় তিনি ভরা
অচল হ'য়ে তাঁতেই রহে
নিত্য সচল ধরা।
বিরাম তাঁহার নাইক কোথাও
নাইক কোথাও ছেদ
নাইক জনম নাইক মরণ
নাইক গো তাঁয় ভেদ।

হৃদয় মাঝে উদয়টি তাঁর
অতি চমৎকার
একেবারে করেন তারে
পূর্ণ একাকার।
সৎস্বরূপে বিরাজ করেন
দুঃখ সুখের লয়
এ জনমের মতন তাহার
বাঁধনটুকু ক্ষয়।
আপনি এসে জাগান সেথায়
সৎস্বরূপের আলো,
জাগান শুধু একটি কথা
যে কথাটি "ভালো।"
মোদের দেশের এই কথাটি
সকল কথার শেষ
তাইতে মোদের দেশকে ও ভাই
নমে সকল দেশ।

নারীর জীবন

নারীর জীবনে নাই প্রয়োজন
স্বাধীনতা, হেন স্থখের কথা
বলেছিল সে গো কোন্ মহাজন ?
বুঝেছিল সে কি নারীর ব্যথা ?

জেনেছিল সে কি নারীর জীবনে
মরেছে গুমরি বেদনা কত ;
কত দিবসের কত কল্যাণ
দিনে দিনে সেথা হয়েছে হত ?

হেরেছে কি সে গো নারীর ললাট
কুঞ্চিত কত করেছে কালে ;
কত জনমের বঞ্চনা-রেখা
সঞ্চিত তার হয়েছে ভালে ?

বিধাতার বল, নাহি যাহে ছল,
নাহি যাহে হেলা কাহার তরে,
যার মহাদান সবারে সমান,
কহে নারী আজি তাহারি ভরে—

নারী কি মায়ার ছলনা-মূর্ত্তি ?
নারী কি কেবলি নরের ভোগ্যা ?
নহে কি জননী, নহে কি ভগিনী,
নহে কি বিশ্বহিতের যোগ্যা ?

নারীর জীবনে নাই কি সাধনা ?
পশে নাকি সেথা জ্ঞানের রশ্মি ?
জানেনা কি নারী জ্ঞানের আলোকে
ফেলিতে আপন কামনা ভস্মি ?

নারী কি তাহার বাসনা-বিকার
জানে না ঊর্দ্ধে করিতে লয় ?
সে কি গো জানেনা আপন চেতনা
করিতে ব্যাপ্ত বিশ্বময় ?

নারীর জীবনে প্রেমের বসতি,
একথা জানেনা আছে কি কেহ ?
ক্ষণকাল ধরা পারে না রহিতে
না থাকিলে হেথা নারীর স্নেহ।

নারীর হৃদয়ে প্রেমের জনম ;
সেথা আসি, প্রেম, প্রকাশ তুমি।
প্রেম কহে, আমি ফুটিতে পারি না
না পেলে মুক্ত স্বাধীন ভূমি

ধরা

ধরা কহে আমি তোরে ধরিয়াছি বুকে,
সহিয়াছি কত দুখ চাহি তোর মুখে।
পালিয়াছি তোরে মোর স্নেহ অঙ্কে রাখি,
স্নেহাঞ্চলে দেহ তোর রাখিয়াছি ঢাকি।
এবে গেছ ছাড়াইয়া মোর স্নেহকোল,
ধরায় তুলেছ তব জ্ঞানের হিল্লোল,
বিশ্ব হতে চেতনারে আনিয়াছ বাঁধি,
তারি মাঝে সবাকারে তুলিতেছ গাঁথি।
জেনেছ কি সুনিবিড় স্নেহনীড় ভরি,
রেখেছিনু চেতনায় মম বক্ষে ধরি,
নিঃশব্দে তোমারে তাহা করায়েছি পান,
আমার চেতনা হ'তে লভিয়াছ প্রাণ,
এবে পুত্র জননীর বন্ধন ঘুচাও—
বিশ্ব ভরা চেতনায় জড় কোথা পাও ?

প্রকৃতি-মূলে

কে বলে প্রকৃতি জড় বিন্দুমাত্র নড় চড়
করিতে তাহার মাঝে
নাহিক শকতি,
কেবলি নিয়মে বাঁধা তাহার আলোক আঁধা
কেবলি জড়ের গতি
নাহিক ভকতি।
এ হেন ভকত জন এ জগতে কেবা হন,
কে পারে অমৃত রস
করিবারে দান ?
ভুলিয়া সকল কথা মানিয়া সকল ব্যথা
ঢালিয়া কে পারে দিতে
আপনার প্রাণ।
জননী-প্রকৃতি মত কেবা প্রিয়-অনুগত
কার চিত একীভূত
প্রিয় সনে রয়,
আপনার প্রিয়জনে কে রেখেছে নিজগুণে
অরূপ হইতে সদা
করে রূপময়।
জননীর ক্রোড় পরি রয়েছে জীবন ধরি
অযুত সহস্র লোক
না যায় গণনা,

শক্তি তাঁর ভয়ঙ্করী ত্রিদিব প্রলয়ঙ্করী
রেখেছেন মহা-প্রেমে
সম্বরি আপনা।
সন্তানে জননী-স্নেহ অবিদিত নয় কেহ
কত যে বেদনা তাহে
কত যে বিধান,
কত তার সেবাব্রত দান ধ্যান কর্ম্মরত
সন্তান-কল্যাণ যার
আনন্দ-নিদান।
নিশিদিন সুখে দুখে সন্তানেরে লয়ে বুকে
জননী সাধেন তাঁর
নিত্য-অভিলাষ,
ধ্যান যোগে শুদ্ধ চিত সন্তানেরে, উপনীত
করেন, যেথায় প্রিয়
পূর্ণ পরকাশ।
যেথায় প্রকৃতি লীন পূর্ণ যোগ রাত্রি দিন—
ব্রহ্মলোক,—যেথা জীব
পাশ-মুক্ত হয়,
মহা শুদ্ধ ঋষিগণ যুক্ত করি যাহে মন
এড়াইয়া যান সবে
জরা মৃত্যু ভয়।

মোক্ষ

হিন্দু কভু নাহি পারে মুসলমানে নিতে,
মুসলমান নাহি পারে কাফেরে সহিতে ;
প্রকৃতি ভেদেতে এই ভেদ বর্ত্তমান,
প্রকৃতি ছাড়িতে কেহ নহে শক্তিমান্।
আপন প্রকৃতি হ'লে ভগবানে লয়,
ঐক্যের পরম যোগ ভাসে বিশ্বময়।
বাক্য নহে কর্ম্ম নহে সে নহে বঞ্চনা,
অখণ্ড আনন্দে সে যে মোক্ষের সাধনা।

অখণ্ডতা

বিশ্ব মাঝে চেতনারে সঁপি দিয়া একে
দৃশ্য মাঝে আপনারে মিলায়ে যে দেখে।
বিচিত্র কল্পনা তার চিত্তে অবসান,
অন্তরে বাহিরে ভাসে এক ভগবান্।
বিশ্ব মাঝে আপনার কর্ম্ম করি ত্যাগ
অন্তরে দেখে সে তার আনন্দটি এক।

মঙ্গল

মঙ্গলে সাধনা করি জিনি এই লোক,
লভিব অমর সত্য মুক্ত হয়ে শোক,—
শুনিয়াছি এই বার্ত্তা সবাকার পাশ,
মঙ্গলে সাধিতে আজি করিয়াছি আশ।
আপনারে করিয়াছি সংযত সুধীর
দিব্য ভাবে মন মোর করিয়াছি স্থির।
এবে আসিয়াছি পূর্ণ করিতে সাধন
কর্ম্ম মাঝে আপনারে করিয়া অর্পণ।
হেথা আসি মন মম দেখিবারে পায়
বহিতে কর্ম্মের ভার শকতি কোথায়?
বিশ্ব শুধু শক্তি ধরে বহিবারে কর্ম্ম,
আমারে ত্যজিব সেথা এই মোর ধর্ম্ম।
আমারে ত্যজিলে বিশ্ব পরিপূর্ণ হয়,
পূর্ণ যোগে বিশ্বনাথ মঙ্গলে উদয়।

যুগল মূর্ত্তি

যুগল মূরতি সত্য হেরিনু নয়নে,
প্রকাশিত আছে এই মানব জীবনে।
একজন চাহি ফিরে অশন বসন,
ক্ষুধা তৃষ্ণা অন্ন জল নিত্য-প্রয়োজন।
আর একজন চাহে আনন্দ কেবল,
আনন্দে হেরিয়া তার জীবন সফল ;
শুধাইনু গিয়া আমি এ দোঁহার পাশ,
কেবা হও শ্রেষ্ঠ কহ শুনিবারে আশ ?
কহিল উভয়ে শুনি হয়ে এক যোগ,
একে তেয়াগিলে কার নাহি থাকে ভোগ ;
একেরে ত্যজিয়া অন্যে বাঁচিতে না পারে,
ত্যজিলে ব্যর্থতা তার ঘটিবে সংসারে।
এ দুই মূরতি যিনি করেন স্বীকার,
ভগবানে হয় তার পূর্ণ অধিকার।

কল্পনা ও কল্পনাতীত

কল্পনা মায়ার রাজ্য স্বপনের প্রায়
উঠে পড়ে ভাঙ্গে গড়ে ছায়াতে মিলায়।
তাহার আনন্দ কভু নাহি রহে স্থির,
অনিত্য জানিয়া তারে তেয়াগেন ধীর।
যদিও জীবন চক্র কল্পনা-গঠিত,
আপনার কল্পনায় আপনি জড়িত।
তথাপি রহে না তার কল্পনার ভান,
হেরিলে সত্যের জ্যোতি হয়ে আত্মবান্।
যদিও কল্পনা সূত্রে গ্রথিত সংসার,
কল্পনা সংযোগে তার রচনা বিস্তার।
তথাপি করিয়া এই কল্পনার শেষ,
বিরাজে সত্যের রূপ জিনি কাল দেশ।
ঘুচি গিয়া কল্পনার বিচিত্র বন্ধন
কল্পনা অতীতে হেরি মুক্ত হয় মন।

বর

মানব-সমাধি কভু অচেতনে নয়,
পরিপূর্ণ চেতনার মনে পরিচয়।
হবে তার ভাগ্যপটে বিধির লিখন,
তাই তারে মহাভাগ কহে দেবগণ।
তাইত স্বরগ ছাড়ি দেবতা সকলে,
জনমিতে চান আসি এ মহীমণ্ডলে,
সাদরে মৃত্যুরে শিরে করিয়া ধারণ,
অমৃতে লভিয়া যান এড়ায়ে মরণ।
মৃত্যুরে যে হেরে নাই আপন নয়নে
মরণের পরপার জানে সে কেমনে?
মানব জীবনে এই মহা শুভযোগ,
মৃত্যুর শিয়রে বসি অমৃতের ভোগ।
দেবতা অমর লোকে বসিয়া অমর
মর্ত্ত্যে রহি মৃত্যু নাই মানবের বর।

পরিণাম

জীবনে থাকিত যদি
মরণে স্মরণ,
মরণে করিত না ত
জীবন হরণ।
না ফুরাত মরণে সে
জীবনের স্বাদ
না ঘটিত জীবনের
এত পরমাদ।
ফিরে চাহি আপনার
পরিণাম দেখ্
জীবনে মরণে মিলি
হয়ে আছি এক।

চিরসুখ

সঙ্কটে পড়িলে আমি
ডাকি হে তোমায়,
সঙ্কট রহে না তাই
ছাড়িয়া আমায়।
সুখ-আশা এ জীবনে
তাই হে বিফল,
দুখ সনে চির দিনে
জড়িত মঙ্গল।
সুখ মাঝে আপনায়
না পারি ভুলিতে,
না পারি আমার সুখ
তোমায় সঁপিতে।
ফিরে ফিরে আসা যাওয়া
ঘটিছে হে তাই,
চির সুখ মম বুকে
না পাইছে ঠাঁই।

দুঃখের সার্থকতা

অন্তরে গভীর প্রেম
সোনা হেন জ্বলে,
বাহিরিতে চায় সে গো
দগ্ধ হবে বলে।
সুকঠিন পরীক্ষায়
মলাটুকু তার,
ভস্মীভূত হয়ে যবে
হইবে অঙ্গার।
বিশুদ্ধ সোনার পাতে
ঝলকিবে দীপ্তি,
নরলোকে মুক্তি সে যে
সুরলোকে তৃপ্তি।

যোগিবেশে

দুঃখ সুখের ওপারটিতে বাঁধব আমি ঘর,
সেথায় গিয়ে তোমার সাথে মিলব যোগিবর।
আমার মনের এই আশাটি বিফল হবার নয়,
যতই কঠিন হোক না কেন দুঃখ সুখের জয়।
সকল ত্যাগি তোমার লাগি দুঃখের ভাগী হব,
এই কথাটি মনে আমার রয় গো যদি ধ্রুব ;
তবেই আমার মনের আশা বিফল হবার নয়
যতই কঠিন হোক না কেন দুঃখ সুখের জয়।
তুমি যোগী তোমার মনে নাইক কোন আশা
তাইত সেথা দুঃখ সুখে বাঁধতে নার বাসা
তোমার মনের সঙ্গে আমার মনটি করি লয়
অনায়াসে করব আমি দুঃখে সুখে জয়।
তোমার সাথে মনটি আমার ধরবে যোগিবেশ
সুখে দিয়ে জলাঞ্জলি দুখের পর্ব্ব শেষ।
ওহে যোগী তোমায় মাগি—শুধু তোমায় চাই
দুঃখ সুখের বালাই আমার তার সীমানায় নাই।

তোমার অঙ্গীকার

সার করেছি আমায় আমি
তোমার অঙ্গীকার,
আর কিছুরে তাহার পরে
করব না স্বীকার।
শত কথার বাণে
আমি তুল্‌ব নাকো কানে
হানে হানুক্‌, আনে আনুক্‌
জটিলতার ভার
আমি করব না স্বীকার।
বল্‌ব শুধু সার করেছি
তোমার অঙ্গীকার,
সেই বিরাট অঙ্গীকার,
তাহার পরে আর কিছুরে
করব না স্বীকার।
সে যে নিয়ে যাবে পারে
সেই বৈতরণীর ধারে
ঘাটে বাঁধা তরী তাহার
করছে সদা পার
সেই বিরাট অঙ্গীকার।

সে আপন গুণে সবায় টানে
নাহি ধারে ধার
অন্য কারো আর।
আমি তারি টানে প্রাণ দিয়েছি
তায় করেছি সার,
সেই তোমার অঙ্গীকার।

কামনার ধন

সকল প্রকাশ আপনায় যিনি
রেখেছেন করি জড়
যাঁহার অধিক ছোট নাই কিছু
নাহিক যাঁহার বড়।
কুঁড়িটি ফুটিলে আপনায় যিনি
আনন্দে হন্ ভোর,
তৃণ সনে যাঁর বাঁধা আছে প্রাণে
অক্ষয় প্রেম-ডোর।
সুদূর হইতে আসন যাঁহার
মানবের দুখে টলে,
প্রসারিত যাঁর অবাধ বক্ষ
শূন্যে জলে স্থলে।
সবার আঘাত দিনরাত যাঁর
আপনার বুকে বাজে,
ব্যাকুল হৃদয় তাঁহারেই চায়
তাঁহারেই শুধু খোঁজে।

অতুলন

স্নদূরে স্বর্গে আসন তোমার

ভূতলে কেমনে ফেল চরণ,

অতুল অসীম মহিমা তোমার

কেমনে হৃদয় করে বরণ।

যোজন যোজন দূর হতে তুমি

কেমনে করিছ যোজনা,

আপনার সাথে, গোপন নিভৃতে

যে করে তোমার ভজনা।

স্বরগে মরতে রয়েছ অবাধে

নাহিক কেহই তোমা সম

দূর হতে তুমি দেবতা আমার

নিকটে আসিলে প্রিয়তম।

সুন্দর

একটি সন্ধ্যায় মোর সুন্দর করিয়া,
একটি তন্দ্রার ঘোর স্বপনে ভরিয়া,
এস হে প্রাণের মাঝে পরম সুন্দর,
ক্ষণ তরে তবু হেরে জুড়াক্ অন্তর।
একটি পরাণে ক্ষণ-মিলনের সুখ,
সহিতে পারে যে চির বিরহের দুখ।

পারাবার

আলোর সনে সঙ্গোপনে
তোমার পরিচয়,
তাইতে তব নিত্য-নব
হয় হে রূপোদয়।
তাইতে নড় বিশ্ব গড়
হও হে সীমা পার,
হৃদয়হারী অসীম বারি
অকূল পারাবার।
আঁখির পথে মনের রথে
তোমার সীমা কই,
সেথায় শুধু ভাসায় ধু ধু
জলের নাহি থই।
সেথায় আসি সদাই ভাসি
শীতল নহে প্রাণ,
গভীর তলে অগাধ জলে
হৃদয় আগুয়ান।
যেথায় নীর অতল থির
শীতল চারিপাশ,
সাগর রব নীরব সব
নিভৃতে ফেলে শ্বাস।

যেথায় দিন প্রতাপ হীন
নিলীন্ দিনকর,
সাগর সেথা ডুবিব যেথা
ডুবিছে চরাচর।
যেথায় মিশি, দিবস নিশি
খুঁজিয়া ফিরে তল,
তাহার ছবি ধরার কবি
আঁকিবে বৃথা ছল।
সেই অকূলে কাহার ভুলে
আলোকে স্ফুরে কথা,
উপরি তল গরজে জল,
অতল থির সদা।

সাগরকূলে

সাগরের কূলে উপল খণ্ড
পড়ি রহে দিনরাত
ঢেউগুলি তার চরণের মূলে
করে আসি প্রণিপাত।
প্রণমি তাহারা দূরে চলে যায়
অতল সাগর পানে,
ধৌত করিয়া পাষাণের কায়া
পাষাণ তাহা না জানে।
যবে পাষাণের শিলাময় দেহ
গলিয়া হইবে ক্ষয়,
জলরাশি সনে মিলায়ে আপনা
অকূলে হইবে লয়।
ঢেউ হ'য়ে পুনঃ ফিরিয়া আসিবে
যেথা সাগরের কূল,
ধৌত করিবে নিশিদিন ধরি
শত উপলেরমূল।

ভুল

সাগর তীরে বালুকা ঘিরে
বাঁধিনু যে রে ঘর,
কেমনে তনু রাখিবে অণু
মানিনু নাহি ডর।
উঠিল যবে ভাঙ্গন রবে
তুলিয়া ফুলি জল,
নিমেষ পাতে আপন সাথে
লইল মোরে তল।
অতল তলে সাগর জলে
পড়িয়া আজি হায়,
কাতরে স্মরি কেমনে তরি
কেমনে দিন যায়।
সাগর যবে শুকাবে তবে
পাইব আমি কূল,
ফিরিব দ্বারে হেরিব যারে
জানাব মম ভুল।
আজি এ আশা অকূলে ভাসা
দুকূলে সীমা নাই,
বালুকা পরে কেহ যেন রে
না রচে গৃহ ভাই।

আশ্রয়

সিন্ধুরে করিনু বন্ধু
পাব বলে ত্রাণ,
তাহার অগাধ জলে
সঁপি দিনু প্রাণ।
মিশাইনু দেহখানি
সে বিপুল দেহে,
ভাসিয়া চলিনু কোন্
সীমাহীন গেহে।
যত ভাসি তত যাই
নাহি মেলে কূল,
বুঝিনু হেথায় আসা
হয়ে গেছে ভুল।
ভাসাইতে পারে সিন্ধু
দিতে নারে ঠাঁই,
ধরণী ছাড়িলে কেহ
ধরিবার নাই।
ফিরে যাই পুনঃ সেই
ধরণীর বুকে
সবারে ধরিছে সে যে
নিশিদিন সুখে।

সাগরে সূর্য্যোদয়

নীল সাগরে সোণার তরী
কে ভাসালে বল্,
এই তরীতে পারে নিতে
কে ডাকেরে চল্।
তরণী তার আগাগোড়া
বাইরে ভিতর সোণা মোড়া
সোণার রঙে সাগর জোড়া,
আলো ঝলমল্।
নেয়ে তরী নাচায় সুখে
নীল সাগরের কালো বুকে
আমার পরাণ সুখে দুখে
করে টল্ টল্।
তরণী ঐ যায় রে বেয়ে,
সোণার হালে সোণার নেয়ে,
আমার পরাণ রয়' যে ছেয়ে
ঘন কালো জল।

সাগরে সূর্য্যাস্ত

উদয় অস্তে তোমার হস্তে
ন্যস্ত বিশ্বভার,
ওহে বিশ্বরূপের দীপ্ত আধার
তিন ভুবনের সার।
বন্দি তোমার সান্ধ্য কিরণ
ত্রিতাপ আমার হয় হে হরণ
সুপ্তি আমার মুক্ত-স্বপন
শান্তি পারাবার।
সবার নয়ন আপন হাতে
লও হে তোমার অস্তপাতে
ডুবাও তাদের আপন্ সাথে
কোন্ সাগরের পার ?
কোথায় তোমার সে রাজধানী
মিলাও যথায় সকল প্রাণী
যেথান্ হ'তে আবার টানি
আন এ সংসার।

বিশ্বকর্ম্মা

বিশ্বকর্ম্মা তোমার কর্ম্মে
ফুটাইছ ভাব যত
ভাবনা তাহার ভাবিতে আমার
দিন হয়ে যায় গত ।

আপন ভাবনা তুমিত ভাব না
তুমি ত উদাসী হও,
আমি ভাবি তুমি নিয়ত আপন
কর্ম্ম-ধেয়ানে রও ।

ওহে ধ্যানী তব ধ্যানের গর্ভে
ছিল এ বিশ্বখানি
শুধু ধ্যান বলে তারে পলে পলে
বাহিরে আনিলে টানি ।

ধ্যান যোগে তব বিপুল কর্ম্ম
বায়ু সম লঘু ভার
নিশ্বাস সম ঘটিতেছে তাহে
আসা যাওয়া অনিবার ।

নিখিল-কর্ম্মা আমারে তোমার
ধ্যানের মন্ত্র দাও,
কর্ম্ম আমার ধ্যানের প্রসাদে
অক্ষয় করি নাও।

কর্ম্ম মাঝারে যুক্ত আমারে
রাখ হে রাত্রিদিন,
ভাবনা ভুলায়ে চিত্ত আমার
ধ্যানযোগে কর লীন।

তুমি তপস্বী মহা যশস্বী
বিরচি বিশ্বভূমি
নিশিদিন শত ভাব তরঙ্গ
খেলিছে ও পদ চুমি।

গায়ত্রী ধ্যান

সকল বাসনা সকল কামনা
ভস্মীভূত করি
পরম তেজে,
বিশ্ব বিধান গায়ত্রী মহান্
মন্ত্রপূত হয়ে
উঠিল বেজে।
জাগিল চৈতন্য মহাবরেণ্য
ত্রিলোক ধন্য
হইল তায়,
সর্ব্ব-মন্ত্র-সার বিরাট ওঙ্কার
মহা-ধ্যান-বলে
জাগ্রত যায়।
বিশ্ব-বিধি-তন্ত্র এই মহামন্ত্র
অখণ্ড মঙ্গলে
করিল জয়
দেবী মহাশক্তি শুদ্ধা পরাভক্তি
ইহারি অন্তরে
লুকান রয়।

সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান চৈতন্যের ধ্যান
যোগময় বিশ্ব
দেখিতে পাই,
অতি অপরূপ অখণ্ড অরূপ
স্বরূপে যাহার
বিনাশ নাই।

যোগাযোগ

মাটি বলে আমি মাটি জল আমি নয়,
জল বলে আমি বিনা মাটি কোথা রয় ?
আমি যদি নাহি থাকি মাটি যাবে ফাটি,
গগনে উড়িবে ধূলা ধরা হবে মাটি।
জল যোগে ভোগে লাগে মাটি সবাকার ;
ভোগ বিনা আর কিবা গুণ মৃত্তিকার ?

জল বলে আমি কভু না হই আগুন
আগুনে নিভাতে পারি ধরি হেন গুণ।

অগ্নি বলে আমি যদি গোপন না হই,
সৃষ্টি মাঝে জল তুমি কোথা পাও থই ?
মুহূর্ত্তে হইবে শূন্য এ মহা-আকাশ,
দশদিকে যদি আমি হই হে প্রকাশ।
আপনারে রাখিয়াছি করি সঙ্গোপন,
তাই তুমি আছ জল হইয়া শোভন।

অগ্নি বলে অগ্নি আমি নহি আমি বায়ু,
আপনার তেজে আমি রাখি নিজ আয়ু।

বায়ু বলে নাহি যদি হই বহমান্,
জ্বলিতে শকতি তব আছে কি শ্রীমান্ ?
না জ্বলিলে আছ তুমি কোথা কেন বলে ?
জ্বলিতে নারিবে যদি বায়ু নাহি চলে।

বুঝিয়া দেখিল তবে এ চারি জনায়,
যোগাযোগ বিনা তারা প্রকাশ না পায়।

কিন্তু যদি নাহি রহে আলো ও আঁধার,
দেখিবে এ চারিজন অকূল পাথার।
আলো ও আঁধার দোঁহে সৃষ্টি করি কোলে,
অসীম শূন্যের পথে নিশিদিন দোলে।

দিনরাত যাতায়াত আঁধার আলোক,
ঘটাইছে যোগাযোগ দ্যুলোক ভূলোক।

সেথা আসি মিলাইল সসীমের বাঁধ,
সৃষ্টি করি যোগাযোগ অসীমের সাথ।
দৃষ্টি এবে নাহি যায় সৃষ্টি হল থির,
অন্তরে বাহিরে যোগ আনন্দ গভীর।

দুনিয়াদারি

মাথায় আমার উঠল খেয়াল
দুনিয়া যদি আমার হত
মনের সুখে সবায় আমি
চল্‌তে দিতেম ইচ্ছামত।
খেচর এসে ভূচর হত
বাঁধত ভূচর জলে বাসা
শূন্যে উড়ে হাঙর কুমীর
করত সকল রাহুর আশা।
দুনিয়াখানি কাচের মত
করত সদাই ঝিকিমিকি
আমরা সেথা সুখের আগুন
জ্বল্‌ছি কেমন ধিকিধিকি।
হাজার রকম রঙ্‌ ফলিয়ে
দিচ্ছি কেমন কাচের গায়ে
ঝলক্‌ দেখে চমক্‌ লাগে
ফিরছি যেমন ডাইনে বাঁয়ে।
দেখ্‌ছি খেয়াল স্বচ্ছ দেয়াল
নাই বাধা তার কোনখানে
চল্‌তি হাওয়ায় মনকে নে যায়
যেদিক্‌ খুসী সেদিক্‌ পানে।

মনটি আমার হাল্‌কা হয়ে
গাইছে আজি হাওয়ার গীতে
ছুনিয়াদারি সহজ ভারি
আমার সুখের পন্থাটিতে।
খেয়াল দেখি ছুনিয়া সুখী
হয় গো যদি আমার মত
মনের সুখে হাওয়ার মুখে
বেড়ায় ভেসে অবিরত
ছুনিয়া হ'তে ছুখের কথা
উড়িয়ে দিয়ে ফু য়ের জোরে
হাল্কা তানে হাওয়ার গানে
দিতেম সুখে ছুনিয়া ভ'রে
ছুনিয়াখানা কি সেয়ানা
আমার কথায় ভুল্‌ছে না সে
আপন কোটায় খোঁটা পুঁতে
বলছে আমায় মৃদু ভাবে
সুখের মাঝে এইটি কেবল
ছুখের কথা লও শুনিয়া
তোমার শুধু খেয়ালটুকুই
অন্তজনের এই ছুনিয়া।
যার ছুনিয়া সেই বুনিয়া
চলেন তাঁহার ইচ্ছা-কাজে
তোমার প্রলাপ হয় অপলাপ
ছুনিয়াদারি তাঁরেই সাজে।

কর্ম্ম-সাধনা

কাজের ক'রে তুল্‌ব মোরে
ভুল্‌ব না আর আসল কথা।
কাজ ফেলে ভাই এবার আমি
ফির্‌ব নাকো যথা তথা।
অকারণে থাক্‌ব নাকো
চেয়ে শুধু পথের পানে,
ফেল্‌ব নাকো মনটি আমার
হারিয়ে সবার হাজার টানে।
এবার মনের পালগুটিয়ে
ডুব্‌ব কাজের গভীর কূপে,
কাজের মধ্যে বিরাম যিনি
পরশ তাঁরে করব চুপে।
বাধার মধ্যে চিত্ত আমার
নিত্য রবে অবাধ হয়ে—
এই কামনা এই ভাবনা
এই সাধনাই আছি লয়ে।

মহাপ্রসাদ

কবির মত হৃদয় আমার
নয়কো সদাই তরঙ্গিত
কথায় কথায় হয় নাকো তাই
মরমখানি উচ্ছ্বসিত।
তাইতে আমার সকল কাজে
নাইক লীলার মন্দগতি
দু' এক আখর টানতে গেলেই
অম্‌নি পতন ছন্দ যতি।
কাব্যে আমার নাই অধিকার
কবি সাজাই বিড়ম্বনা
সভ্য হলে কবির দলে
সাজা পাবার সম্ভাবনা।
ভয়ে ভয়ে তাইতে আমি
সরিয়ে নিলেম আসনখানি
বিনয় ভরে ভাবের ঘরে
দিলেম সুখে আগল টানি।
সেদিন হতে কাজের স্রোতে
যাচ্ছিল মোর মনটি ভেসে
কেমন করে লাগল আজি
ভাবের তুফান তাইতে এসে।

কেমন করে কাজের ঘরে
জম্‌ল এসে ভাবের পাড়ি
হাল ধরেছে কাজের নেয়ে
যাচ্ছে বেয়ে ভাবের দাঁড়ি।
স্থান ছিল না কবির সভায়
ছিলেম সেথায় ভাগ্য হত
তাই বলে কি আনন্দ মোর
বিদায় হবেন জনম মত ?
গুপ্ত আমার আনন্দটি
লুপ্ত হবার নাই ভাবনা,
অহর্নিশি হিয়ায় বসি
করছিল সে কাজ সাধনা।
সকল কাজে হিয়ার মাঝে
নিত্য তাঁরে স্মরণ করি,
চিত্ত ভাবের "মহাপ্রসাদ"
পান করেছে কণ্ঠ ভরি।

জানা কথা

আপনাকে যে পারবে দিতে
জগৎখানি হবে তার
আদ্যিকালের পুরাণ পুঁথি
দিতেছে এই সমাচার।
সকল শাস্ত্রে গাত্রে গাত্রে
খোদাই করা এই কথা,
শুন্‌বে তুমি লোকের মুখে
দোহাই এরি সর্ব্বথা।
বাদ্যি বাজে সভার মাঝে
এই কথাটি সবাই গায়
ঢাক্ বাজায়ে বাঁক্ সাজায়ে
সবাই জগৎ কিন্‌তে চায়।
কেমন ক'রে দেবে ধরে
আপ্‌নাকে তার কই খবর
এই কথাটি জান্‌তে গেলেই
জবাবটুকু পায় জবর
শুধুই টানি নিতে জানি
দিতে তো ভাই জানিনা
তাই কথাটি কানেই শুনি
কাজে তো তায় মানি না।

মোদের মেলা নেবার বেলা
দেবার বেলা সব বাকি ;
কবি কহে তাইতে জগৎ
নিত্য মোদের দেয় ফাঁকি।

অভিজ্ঞতা

আপনারে আমি আপনি আজিকে
করিব কঠিন পরীক্ষা
বুঝে লব মোর সত্য কোথায়
দিল সে আমায় কি শিক্ষা।

কি সে মোর সুখ কি সে মোর দুখ
কি সে জীবনের আনন্দ,
অন্তর মাঝে কি রাগিণী বাজে
বাহিরে তাহার কি ছন্দ!

যারে ভাবি আমি আপনার জন
কিবা গুণ তারকেমন রীতি—
যারে ভাবি পর সে কেমনতর
কেন তারে মোর না হয় প্রীতি?

মোর পছন্দ ভাল কি মন্দ
রুচিটুকু মোর শুচি অশুচি
কঠিন বিচারে আজি আমি তারে
বাহির করিব বক্ষ খুঁজি!

আপন বিচারে দেখি আপনারে
টুটে পড়ে যদি মোহের সাজ
যত কিছু ফাঁকি ছিল ঢাকাঢাকি
তেয়াগি জীবন সত্য আজ।

মহান্

লোকে আমায় বলে এসে
তুমি মহাশয়,
শুনে আমার প্রাণের মধ্যে
জাগে মহাভয়।
তাই যদি গো হবে আমার
আশয় হবে বড়
তবে কেন সেথায় এত
তৃষ্ণা রবে জড় ?
লোকে আমায় বড় বলে
করে কাণাকাণি,
আমার হেথা বুকের মধ্যে
কাঁপে মহাপ্রাণী।
খোঁজে যদি তারা আমার
বুকের তল দেশ,
দেখ্‌বে সেথা টানাটানি
হানাহানির শেষ
লাজে তখন মুখখানি মোর
হয়ে যাবে নত
মহাআশার কথা হবে
স্বপ্ন সম গত।

আগে ভাগে সবায় আমি
বলে রাখি তাই
"মহা" আমার সীমার মধ্যে
কোন খানে নাই।
দেয় যদি সে কভু এসে
সীমার মাঝে ধরা
সকল আশা হবে আমার
মহান্ ভাবে ভরা।

অহং ও স্বয়ং

আমার অহং তুমিই স্বয়ং
কর্‌তে পার লয়,
আর কাহারো যোগে আমার
অহং যাবার নয়।
যেথায় যখন বসি আমি
যেথায় বাঁধি ঘর,
অহং আমার সাথের সাথী
নিত্য অনুচর।
যখন হাসি যখন কাঁদি
যখন যাহা চাই,
সবার মাঝে অহং বাজে
শুন্‌তে আমি পাই।
মনের মধ্যে যদি আমি
ভাবি কিছুক্ষণ
সেথাও দেখি অহং পেতে
রয়েছে আসন।
অহংটিরে এড়াই এমন সাধ্য
আমার নাই
এই কথাটি সবার উপর
সত্য জেন ভাই।

জানুক আমায় সবাই, আমি
নইকো তপস্বী,
বৃথা কথায় যেমন আমি
না হই যশস্বী।
অহং আমার আগাগোড়া
অহং আমার মন,
বৃথা সকল জারিজুরি
বৃথাই আস্ফালন।
অহং যোগে বাঁধা আমার
আছে চারিপাশ
আপন জোরে কাটব এরে
নাইকো এমন আশ।
নাইকো এমন বীর্য্য যাহে
করব অহং জয়
তুমি যদি সদয় হয়ে
না হও স্বয়ংময়।
আমি অহং ভেদের বাঁধন
মরণ করি সার,
তুমি স্বয়ং লওহে আমায়
অভেদ-পরপার।

মাটি

হবে যদি খাঁটি
মাটি সনে মাটি
হতে হবে জেন গর্ব্ব রাখ কেন
স্মরিও কথাটি
মাটি তব বাটি।

এসেছিলে যবে
পুরাতন ভবে
দিয়েছিল মাটি আপনারে বাঁটি
অতুল গৌরবে
সকল মানবে।

আজও তার স্নেহ
গড়িছে এ দেহ
ধন ধান্য প্রাণ মাটি করে দান
সে কথাটি কেহ
ভুলে নাহি যেও।

খাঁটি হতে চাও
মাটি হয়ে যাও
মাটি সনে মিশে গর্ব্ব মহাবিষে
পিষে ফেলে দাও,
সবে মিশে যাও।

মিনতি

শত অধিকার
ছিল যা' আমার
সে সবারে লয়ে করিনু খেলা,
জানিনু না হায়
ফিরে দিতে তায়
হবে জীবনের সন্ধ্যা বেলা।
যেতে হবে যবে
দিয়ে যেতে হবে
যার অধিকার তাহার কাছে,
হিসাবের বাকি
যত কিছু রাখি
মোর মনে নাই তাহার আছে।
ছিল যে আমার
দানে অধিকার
যার ধন হবে তাহার কাজ,
সে কথা পাশরি
লয়ে বাহাদুরী
আপনা বাড়ায়ে পাইনু লাজ।
এবে দেখি তায়
বেড়ে গেছে দায়
ঋণের উপরে চেপেছে ঋণ

ঋণ শুধিবার
নাহি অধিকার
আপনারে দেখি রিক্ত হীন।
এসেছি মর্ত্ত্যে
রিক্ত হস্তে
যেতে হবে পুনঃ রিক্ত হয়ে
কার ধনে কেবা
করে অধিকার
কারে তেয়াগিয়া কাহারে লয়ে।
এতদিনে মোর
ভাঙ্গিল সে ঘোর
জাগিনু জীবন-শোণিত-পাতে,
মিনতি আমার,
রেখ না হে আর
কোন অধিকার আমার হাতে।

শরীর ও মন

শরীরে হইলে দোষ
নহে সে প্রবল,
মন যদি নিরবধি
থাকে হে সবল,
অনায়াসে দেহপাশে
করে সে মোচন,
সকল ইন্দ্রিয় মাঝে
রাজা হন মন।
মন যবে রত হবে
পাপে জেন ভাই
নরকে হইবে গতি
কোন ভুল নাই।
তাই মোর মন সদা
রাখি সাবধানে,
মনে অগোচর পাপ
নহে সবে, জানে।

সবই আমার মনে

সবই আমার মনে !
যেথানে যা' আছে পাপ ও পুণ্য,
স্তুতি ও নিন্দা শুদ্ধ ঘৃণ্য,
তোমাতে আমাতে যা' কিছু ভিন্ন,
অন্য কেহ না গণে,
সবই আমার মনে।
যত কিছু আছে কালো ও ফরসা,
ভালো ও মন্দ ভয় ও ভরসা,
তোমাতে আমাতে যা কিছু বচসা,
না করে অন্য জনে,
সবই আমার মনে।
জালের উপরে ফেলিছে সে জাল,
কালের উপরে বাড়াইছে কাল,
ঘটাইছে তায় যত জঞ্জাল
নিত্য আমার সনে,
সবই আমার মনে।
অপরূপ এই মনের রাজ্য,
বিস্মিত হেরি তাহার কার্য্য,
রচিল কে তারে, করিতে ধার্য্য
ভঙ্গ না দিয়া রণে,
সন্ধান করি মনে।

খনিতে মণি

জগতে ডাকিয়া কন
জগতের স্বামী
চিরদিন ভুলে আছ
লয়ে এক "আমি"
তাই দিয়ে বাধাইছ
যত কিছু গোল্,
কথা রাখ একবার
আমিটিরে ভোল্।
জগত কহিল যদি
আমি নাহি থাকি,
আপনারে কেমনে হে
রবে তুমি ঢাকি।
শুনিয়া জগৎস্বামী
কহিলেন তায়,
অভেদ হইয়া রয়
তোমায় আমায়।
সেই হতে মিলি রয়
"আমি"তে স্বামী"তে
মণি যথা ঢাকি রহে
আপন খনিতে।

খনি খুঁজি যেই জন
মণি চিনি লয়,
মণির পরশে তার
দেহ মণিময়।

জগৎ স্বামী

ভেবেছিনু এই জগতের পারে গিয়ে আমি
তোমার সনে মিল্‌বো বুঝি হে জগতের স্বামী।
ভেবেছিনু তোমার রূপে তোমার ধূপে মোরে,
করায় বুঝি যোঝাযুজি কেবল মায়া ঘোরে।
দূর বিজনে আপন মনে স্তব্ধ তুমি রও
আমার দুখে আমার সুখে কথাটি না কও।
কেমন করে সেই সুদূরে যাব তোমার পাশ
কেমন করে ফেল্‌বো দূরে এ জীবনের আশ।
কেমন করে জগৎটিরে করবো একাকার
রূপের পুরী শূন্য করি আন্‌বো অন্ধকার।
আপন জোরে কেমন করে করবো এরে লয়
এইটি ভেবে চিত্ত আমার ক্ষিপ্ত-পারা হয়।
টানাটানি হানাহানি করনু কতক্ষণ
ঘোর বিপাকে "আমি"টাকে দিনু বিসর্জ্জন।
"আমি"র শেষে নূতন বেশে তুমিই দেখা দাও
আঁধার মাঝে আলোক হয়ে আনন্দ জাগাও।

আনন্দময়

আনন্দ তোমারে প্রাণে
আনিবারে চাই,
স্বভাবে অভাব ঘটে
দুখ মোর তাই।
আমার স্বভাব মোরে
লয়ে যায় দূরে,
আনন্দের সীমা হতে
নিরানন্দ পুরে।
নিশিদিন প্রাণ মাঝে
অভাব জাগায়,
আনন্দ তোমার ভাব
না রহে সেথায়।
আমারে ছাড়িয়া করি
তোমারে সম্বল
তোমার স্বভাব সে যে
আনন্দ কেবল।

প্রাণের কথা

এ প্রাণ আমার পাঠিয়ে দেব
তোমার দিকে,
তোমার কথা প্রাণের পাতে
আন্‌ব লিখে।
পড়্‌ব খুলি যখন আমার
ইচ্ছা হবে,
আমার প্রাণে তোমার কথা
নিত্য রবে।
যখন তোমায় পাব না হায়
জ্ঞানে ধরি,
মনের মাঝে পাব নাকো
মনন করি,
তখন তুমি থাক্‌বে আমার
প্রাণে আঁকা,
অচেতনে তবুও প্রাণ
চেতন মাখা।

অভয়

জীবনে ফেলিয়া তব
অভয় চরণ,
জীবনের সব ভয়
করিলে হরণ,
সভয়ে চাহিতেছিনু
ভব পার পানে,
অভয়ে রাখিলে প্রাণ
পদ-রেণু দানে।

মাল্যদান

চির পুরাতন সেজেছ নূতন
বেজেছ মরম
বীণার তারে,
অনাদি যুগের দুঃখ সুখের
বারতা গেঁথেছ
নিত্য-হারে।
দিয়েছ হে সুখ দিয়েছ হে দুখ
ভেঙ্গেছ হৃদয়
বেদনা-ভারে,
গেঁথেছ দোঁহায় আপন হিয়ায়
সুখ দুখ আজি
লয়েছ পারে।
হাসায়ে কাঁদায়ে কত না সাধায়ে
এনেছ হে আজি
তোমার দ্বারে,
এত সাধনার মালাটি আমার
তোমা বিনা আর
পরাব কারে ?

অপরূপ

ওহে অপরূপ রূপময়

তব স্বরূপ সদনে না জানি কেমনে

ক্ষণে ভাসে রূপ

ক্ষণেকে বিলয়।

না জানি কেমনে

কর যাওয়া আসা,

অরূপ হইতে

রূপে বাঁধ বাসা,

না জানি কেমনে জাগাও হে মনে

ক্ষণে ক্ষণে আশা

ক্ষণে ক্ষণে ভয়।

নাহি জানি কেন

কর এই প্রাণ,

সুখে সমুজ্জ্বল

দুখে ম্রিয়মাণ,

কেন সুখে দুখে চেতনারে বুকে

জাগাইয়া রাখ

না জানি সন্ধান।

চিনিতে নারিনু
ওহে অপরূপ,
সুখে দুখে তুমি
ধরেছ কি রূপ ?
হয়ে কামচারী শূন্য-বিহারী
প্রকাশ হৃদয়ে
এ কোন্ স্বরূপ ?

সমন্বয়

ভাবের সঙ্গে কর্‌ল কে সে
অভাব সংঘটন ?
আলোর সঙ্গে ঘট্‌ল এ যে
আঁধার সম্মিলন।
অতি বৃদ্ধকালের এ দুই
পরম-রহস্য
জান্‌ছিল কে,—আছেই বা কে
কালের বয়স্য ?
কেমন করে চেতন ছিল
কালের বুকে স্থিত
কাল বেয়ে সে আজ সকালে
হেথায় উপস্থিত।
সেই দিয়েছে সবার মাঝে
নিগম সমাচার,
কালের বুকে জ্ঞানের খেলা
নিত্য চমৎকার।
সেই বলেছে ভাবের মাঝে
অভাব জেগে রয়,
কালে কালে ঘট্‌বে বলে
নবীন ভাবোদয়।

সেই বলেছে আলোর পাছে
আঁধার আছে হেন,
সেই কারণে আলোক কভু
ক্ষয় হল না জেন।
অভাব বিনা নাইকো ভাবের
আসা যাওয়ার পথ,
আঁধার বিনা আলোক কোথায়
চালায় আপন রথ ?
হেথায় আসি ভাব অভাবের
ঘটল সমন্বয়,
আলোয় আঁধার মিলল্, ভবের
চলল্ অভিনয়।
চেতন আসি কেতন উড়ায়
দেখায় সমষ্টি,
আগায় গোড়ায় কে বেঁধেছে
বিরাট এ সৃষ্টি।

মহাশুচি

পুণ্য কাশীধামে মহাশুচি নামে
নারী ছিল একজন,
তীর্থে বাঁধি ঘর নাহি মানি ডর
পাপে দিয়াছিল মন।
কত ধনী মানী আপনারে হানি
পূজা সঁপেছিল তায়,
পরি মায়া ফাঁসি বারাণসীবাসী
লুটে আসি তার পায়।
নাশি বহুজনে "মহা" ভাবে মনে
তার সমতুল নারী
এই ধরা মাঝে কেহ নাহি আছে
অতুলন রূপ তারি।
আপন গরবে এইরূপে যবে
মহাশুচি ভুলি রয়,
পাপরাশি তার হ'ল গুরুভার
ধরা আর নাহি সয়।
কত শত সতী হারাইয়া পতি
ফেলি নয়নের লোর
তার যত পাপে তপ্ত অভিশাপে
করি তুলেছিল ঘোর।

একদিন রাতে শুয়ে বিছানাতে
"মহা" ঘুমাইছে সুখে,
দাসী তার রূপী আসি চুপি চুপি
বিষ দিল তার মুখে।
বহুদিন হতে রূপী নানামতে
খুঁজিতেছে অবসর,
"মহারে" মারিয়া কেমনে হরিয়া
নিজে লবে তার ঘর।
তার মত সুখে হাসি ভরা মুখে
সবারে করিবে বশ,
তারি মত ধন তারি মত জন
তারি মত খ্যাতি যশ।
মনে বড় লোভ সেই মত ভোগ
আপনি করিবে রূপী,
রাত্রি দিন জ্বলি, শেষে গেল চলি
যেথা সাপুড়িয়া গুপি।
নানা কথা ছাঁদে ফেলি তারে ফাঁদে
জানি নিল তার পাশ
হেন বিষ আছে, যাহে প্রাণ বাঁচে
শুধু বর্ণ করে নাশ।
শুনিয়া উল্লাসে রূপী মহা হাসে
ভাবে হল বড় ভালো,
রূপ তার হরি দিব দাসী করি
মুখখানি হবে কালো।

কালি হলে দেহ না চিনিবে কেহ
না ভাবিবে মনে কিছু,
"মহা" যদি কোন কথা তোলে হেন
বুঝে লব তবে পিছু।
এত ভাবি মনে রূপী গুপি সনে
করিয়া ফেলিল চুক্তি,
দুটি টাকা দিল, কিছু বিষ নিল
দেখাইয়া নানা যুক্তি।
গৃহে ফিরে এসে রূপী ভাবে শেষে
কখন হইবে রাত্র
বিষটুকু থালি মুখে তার ঢালি
জুড়াইবে নিজ গাত্র।
রজনী গভীরে রূপী ধীরে ধীরে
মহাশুচি যেথা শুয়ে
পাশে তারি গিয়া বিষ ঢালি দিয়া
দাঁড়াইয়া রহে ভূঁয়ে।
দণ্ড দুই পরে মসীবর্ণ ধরে
সেই কমনীয় কায়,
বিধাতার সৃষ্টি হেন রূপ বৃষ্টি
মৃগতৃষ্ণিকার প্রায়।
"মহা" নাহি জানে আজি সাবধানে
বাঁচাইয়া রাখি প্রাণ,
হরিলেন বিধি তার রূপ নিধি
দিতে তারে মহাত্রাণ।

রজনী প্রভাতে যবে আয়নাতে
হেরে “মহা” নিজ মুখ,
ক্ষণে কাঁপি উঠে কাল ঘর্ম্ম ছুটে
শিহরিয়া ভাঙ্গে বুক।
ভয়ে বিস্ময়ে হতজ্ঞান হয়ে
কথা কিছু নাহি বলি,
না জানিতে কেহ ছাড়ি নিজ গেহ
“মহা” গেল দূরে চলি।
রাত্রি দিন চলে কথা নাহি বলে
নাহি বসে কোন ঠাঁই,
কিছু নাহি খায় ফিরে নাহি চায়
দেহে যেন প্রাণ নাই।
গেল দুই দিন অনাহারে ক্ষীণ
প্রাণহীন মত হয়ে,
জাহ্নবীর ক্রোড়ে আসি মূর্চ্ছি পড়ে
শীর্ণ দেহখানি লয়ে।
নদী পুণ্যতোয়া সদ্য স্রোতে ধোয়া
বক্ষে লয়ে দেহ তার,
চলিল উল্লসি ত্যজি বারাণসী
যুক্ত হ'তে পারাবার।
বিশ্ব স্নিগ্ধকারী পুণ্য নদীবারি
“মহাশুচি” করি পান
বিধির বিধানে বাঁচি থাকে প্রাণে
নিতে তাঁর মহাদান।

দেহে বিষপ্রাকে,　　ভাসাইয়া রাখে
　　হেন গুণ ছিল বিষে,—
জলে না ডুবিবে　　যে অবধি রবে
　　অঙ্গ সনে ইহা মিশে।
চারি দিন রাত্রি　　গঙ্গা-বক্ষে-যাত্রী
　　অবিশ্রাম চলে ভেসে
সাগর সঙ্গমে　　পুণ্য "দেবাশ্রমে"
　　দেহ তার লাগে এসে।
রাত্রি সবে ভোর　　অন্ধকার ঘোর
　　তখনো রয়েছে মিশি
সেই সন্ধিক্ষণে　　মহাযোগাসনে
　　বসেছেন "দেব" ঋষি।
নদী উপকূলে　　তাঁর পাদমূলে
　　মহাশুচিদেহ ঠেকে,
ক্ষীণ চেতনায়　　হইয়া সঞ্চার
　　আঁখি মেলি "মহা" দেখে!
ঋষি পুণ্যশ্লোক,　　তীর্থ মর্ত্ত্যলোক
　　যাঁর পদরেণু মাখি,
তাঁর পুণ্যাশ্রমে　　মহাভাগ্যক্রমে
　　"মহাশুচি" মেলে আঁখি।
"দেব" নাম তাঁর　　করুণাআধার
　　তুলি "মহাশুচি" দেহ,
নিজ বস্ত্র দিয়া　　তারে আবরিয়া
　　লয়ে চলিলেন গেহ।

সন্ত দুগ্ধ পান মহৌষধি দান
দেবর্ষি "দেবের" সেবা,
বাঁচাইল তায় দেহে পুনরায়
দেখা দিল নবপ্রভা।
প্রাণ সে পাইল বরণ রহিল
সেইমত ঘোর কৃষ্ণ,
কিন্তু তাহে আর ক্ষতি নাহি তার
দেহরাগে সে বিতৃষ্ণ।
ঋষি শুদ্ধমতি তাঁর পুণ্যজ্যোতি
যে তাঁরে দেখিবে পাবে,
ব্যাকুল হৃদয় হেন পুণ্যোদয়
কি সে হয় "মহা" ভাবে।
নিজ চিত্ত ভার ঘন অন্ধকার
এবে সে দেখিতে পায়,
ঘুচি গিয়া শোক হেন পুণ্যালোক
কেমনে উদিবে তায়।
না জানে সন্ধান এই দীপ্তিমান
জ্যোতি প্রকাশিবে কিসে,
সর্ব্ব মহাপাপ চিত্ত দাহ তাপ
যে আলোকে যাবে মিশে।
"মহা" অতঃপর জুড়ি দুই কর,
ঋষি পদতলে পড়ি,
বলে, প্রভু স্বামী মহাপাপী আমি
কেমনে এ পাপে তরি।

ঋষি ব্রহ্ম তুল্য নাহি যার মূল্য
আনুকূল্য করি তায়,
করিলেন দান সেই ব্রহ্মজ্ঞান
জীব যাহে মুক্তি পায়।
বলিলেন শুন রাত্রি শেষে পুনঃ
ভাসে যে আলোকধার,
সেই আলো মাঝে যে চেতনা রাজে
বিশ্ব মাঝে তাহা সার।
চিত্ত মুক্ত করি এ আলোক পরি
সঁপি দিলে প্রাণ মন,
পাবে হেন যোগ যাহে সর্ব্ব ভোগ
"একে" হবে সমাপন।
দেখিবে অভিন্ন সবি "একে" পূর্ণ
সকলি চৈতন্যময়,
না রহিবে আর চিত্তে কোন ভার
অন্ধকার হবে লয়।
শুনি এই কথা পরম বারতা
শান্তি উপজিল প্রাণে,
চিত্ত গতি তার ছাড়ি এ সংসার
ধায় ঊর্দ্ধলোক পানে।
যেথা শুভ্রালোকে পূর্ণ মহাযোগে
নিজ বক্ষে লয়ে সবে,
বসি বিশ্বরাজ তাঁরে দেখি আজ
"মহাশুচি" মুক্তি লভে।

সেই হতে তার করুণার ধার
পিয়ে নরনারী যত,
কালো গিয়া ঘুচি "মহা" হোলো শুচি
বিধি রুচি এই মত।